দ্বিতীয় প্রজাপতি

স্বর্গতঃ চম্পকলাল দাভের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

সবিতা চ্যাটার্জী নিবেদিত

দুষ্টু প্রজাপতি

ললিত চিত্রমের মিষ্টি ছবি

চিত্রনাট্য • সংলাপ • গীত রচনা • পরিচালনা :: **শ্যাম চক্রবর্তী**

সংগীত : **হেমন্ত মুখার্জী** প্রযোজনা : **কৌশল চ্যাটার্জী**

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত "রাধা মধুরা আধা মধুরা" অবলম্বনে ॥ আলোকচিত্র পরিচালনা : **কানাই দে** ॥ চিত্রগ্রহণ : মধু ভট্টাচার্য ॥ শিল্পনির্দেশনা : **সৌরেন সেন** ॥ সম্পাদনা : **অমিয় মুখার্জী** ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : হরবন্স (পাপে) ॥ শব্দগ্রহণ : এম. আর. পিংলে, নবীন জাবেরী ও রণজিৎ বিশ্বাস ॥ প্রধান কর্মনিয়ন্ত্রক : **কমল সেন** ॥ সংগীত গ্রহণ : রবীন চ্যাটার্জী (ফিল্ম সেণ্টার) ও কৌশিক (মেহবুব ষ্টুডিও) ॥ রূপসজ্জা : জগৎ কুমার চ্যাটার্জী ও রণজিৎ দত্ত ॥ সাজসজ্জা : কিষণ দামানী ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ প্রচার : নিতাই দত্ত প্রচার অঙ্কন : এস. স্কোয়ার ॥ স্থিরচিত্র : সঙ্গম স্টুডিও (বোম্বে) ও এডনা লরেঞ্জ গীতরচনা : রবীন্দ্রনাথ ("পথের শেষ কোথায়"), মুকুল দত্ত ও শ্যাম চক্রবর্তী।

কণ্ঠসংগীত : কিশোরকুমার, হেমন্ত মুখার্জী, রাণু মুখার্জী ও নীলিমা চ্যাটার্জী।

॥ চরিত্র চিত্রণে ॥

কিশোরকুমার ॥ তনুজা ॥ সবিতা চ্যাটার্জী ॥ তরুনকুমার

কানু রায় ॥ কেষ্ট মুখার্জী ॥ মা : শান্তনু চ্যাটার্জী ॥ শম্ভুনাথ দে ॥ অসীমকুমার গোপাল মুখার্জী ॥ বিষ্ণু ব্যানার্জী ॥ প্রবীর রায় ॥ সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ ধীরেন গোস্বামী মুকুন্দ ব্যানার্জী ॥ শিব ভট্টাচার্য ॥ দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ পদ্মা দেবী ॥ ভারতী দেবী চন্দ্রিমা ভাদুড়ী ॥ চন্দনা ভট্টাচার্য ॥ কবিতা বসু ॥ রুমা গোস্বামী ॥ সুরেখা পণ্ডিত।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : শিব ভট্টাচার্য, প্রবীর রায় ও সোমনাথ অধিকারী ॥ চিত্রগ্রহণ : দিলীপ দত্ত ॥ সংগীতে : সমরেশ রায়, অমল মুখার্জী ও নিখিল সেন ॥ সম্পাদনায় : শঙ্কর প্রধান ও সুভাষ গুপ্ত ॥ শিল্পনির্দেশনা : শঙ্কর কুরারে ॥ ব্যবস্থাপনায় : মানু ভট্টাচার্য ও শঙ্করলাল ॥ হিসাব রক্ষণে : বিষ্ণু খাণ্ডাইত

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

৺নীতিন ব্যানার্জী, শান্তিলাল দাভে, হৃষিকেশ মুখার্জী, কে. এস. রেজা (অতিথি চিত্রশিল্পী), অমৃত শাহ (বিমল রায় প্রোডাকসনস্), ধীরেন ব্যানার্জী, দেবব্রত চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ দে, হরপ্রসাদ চক্রবর্তী, এম. বি. বি. এস., শেলী ব্যানার্জী ও কমলা গোস্বামী

মোহন স্টুডিও, ফিল্মিস্থান, শ্রীসাউণ্ড স্টুডিও, কে. আসিফ্ স্টুডিওতে গৃহীত এবং ফেমাস সিনে ল্যাবরেটারী (মহালক্ষ্মী)-তে পরিস্ফুটিত।

॥ পরিবেশনা :: বাণীশ্রী পিকচার্স ॥

বাণীশ্রী পিকচার্সের পক্ষে প্রচার সচিব নিতাই দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মুদ্রণে : কিরণ প্রিন্টার্স (হাওড়া) ॥ অলঙ্করণে : এস. স্কোয়ার ॥ পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন

কাহিনী

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে কানু চক্রবর্তী। অবুঝ সৎমা, আর বাউণ্ডুলে দুই বৈমাত্রেয় ভাই,—এই নিয়ে অশান্তির সংসারের ডুবুডুবু তরণীটার হাল কানু কোনমতে বাইছে।

প্রাইভেট ফার্মের চাকরীর ওপর এক বড়লোকের বাড়ীর খাসের চাকরের ছেলেকে গান শিখিয়ে, সর্বসাকুল্যে শ'দেড়েক টাকা রোজগার করে কানু। এই মাগ্যিগণ্ডার বাজারে, এতটুকু রোজগারে কানু দিশেহারা।

এহেন কানুর একমাত্র আদি অকৃত্রিম বন্ধু—বুড়ো চাটুজ্যের প্রাণান্তকর নেশা হ'ল—গীতরচনা,—যদিও পেশাতে জহুরী।—তিনপুরুষের সোনাদানার কারবার ওদের।

বুড়ো স্বপ্ন দেখে, সে একদিন দেশের সেরা গীতিকার হবে। কানুর সুকণ্ঠের মাধ্যমে তার গান প্রচারিত হবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। দুঃখ দারিদ্র্যের কুম্ভীপাকে মুহ্যমান কানুকে

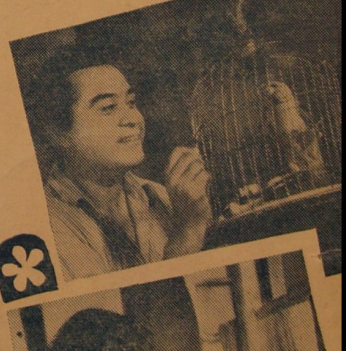

সে সর্বক্ষণ আশার বাণী শোনায়। ওদিকে কানু দেখে তার চারদিক অন্ধকার;—তার জগতে আশা নেই, ভরসা নেই, স্নেহ নেই,—প্রেম নেই।

এ হেন অবস্থায় এক অঘটন ঘটল কানুর জীবনে। রিফিউজী কাটরায় কাপড় কিনতে গিয়ে শৌখিন নাটুকে দলের একদল মেয়ে তাদের নাটকের নায়ক "কানু"র নাম নিয়ে এমন মারাত্মক পরিস্থিতির অবতারণা করল যে, বেচারী কানুর মাথা গেল ঘুরে। মেয়েগুলোকে এড়াতে গিয়ে পলায়মান কানুর মাথায় লাগল আঘাত।

সে আঘাতে প্রাণ গেল না কানুর। কিন্তু আঘাতের পরিণতিতে যা দাঁড়াল, তাতে বেচারী কানুর—'প্রাণ থাকিতে সদাই প্রাণান্ত এই প্রাণান্তকর পরিস্থিতির পরিণতি কি হল, তা আগে থেকে জেনে লাভ কি? পর্দায় তা দেখাই বোধ হয় ভাল।

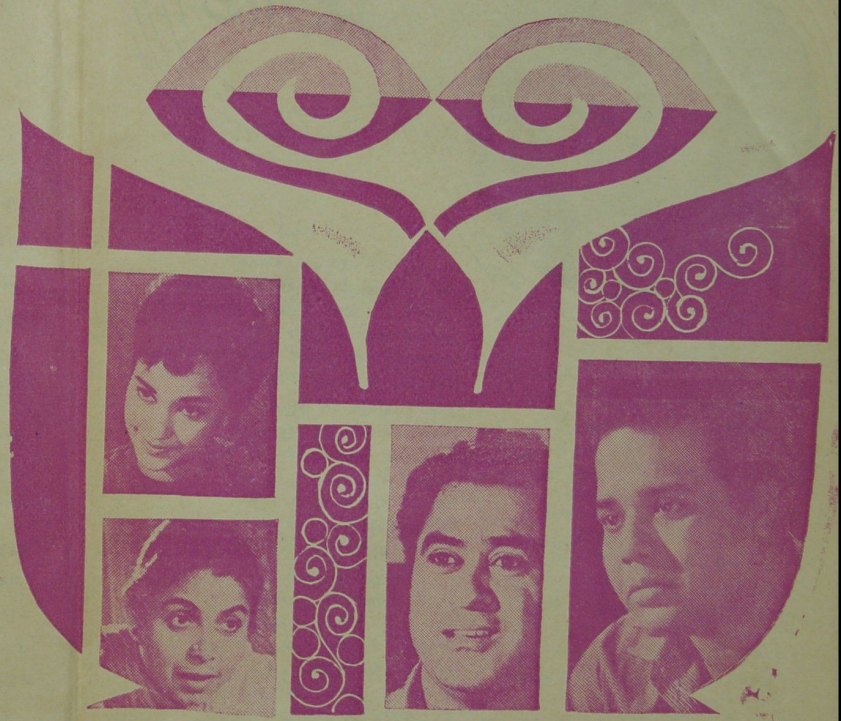

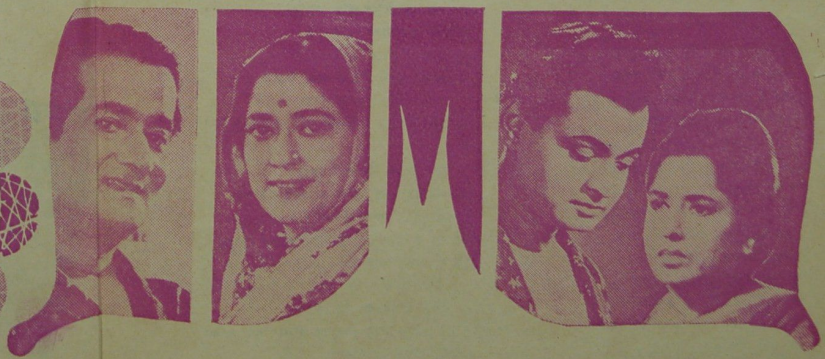

সংগীত

(১)

সুখ নামে শুকপাখী থাকেনা খাঁচায়
মরে সে কান্দিয়া মরে যে তাহারে শিকলেতে
বেঁধে নিতে চায় ॥
শিকল দিলাম ভালবেসে আর দিলাম মন
অনেক ভাবিয়া শেষে দিলাম হে জীবন
শিকল আমারে দিয়া বল পাখী
কোথা উড়ে যায় ।
এমন পাখী চাইনা আমার
তাই আমি দুঃখের পাখী
রেখেছি ধরিয়া বন্ধু বুকের পিঞ্জরে,
আলো নেই সেই ভাল
এ পাখী তো চিরদিন থাকে যে আঁধারে
অনেক আসা যাওয়া আমার হল' এ জীবনে
শিয়রে এসেছ যদি এন' তুমি মনে
তোমার পরশে বন্ধু এ শিকল যেন ছিঁড়ে যায় ॥

(২)

ছলকি ছলকি মন তনু তটে বাজালে
বাজালে বাঁশরী তুমি কেন বলনা ॥
কোথায় চলেছ বল আবার ভরিতে তুমি
ভরা গাগরী ওগো কেন বলনা ॥
এ কেমন বল জল নিতে আসা
জল ভরা দু নয়ন ছল ছল মন
কন কন কঁকন, কলসের কানে কেন
বলে যায় জানেনা ত' কি যে চায় মন
মন ময়ুরী কেন কথা শোনে না ॥
তোমার আগুন ন বলত কেন
বরষার মেঘে রেখে কর'না শীতল ?
কতবার শাওন এল' আর গেল তবু
তোমারি ও মন কেন মেলে দিলে না ?
মন ময়ুরী বুঝি কথা শোনেনা ॥

(৩)

ইউরেকা ! ইউরেকা ! ইউরেকা !
এত দিন পরে বুঝি মিলেছে দেখা—ইউরেকা
তেরেলাক্, তেরেলাক্, তিরিলক হাল্লা',
দেখাও না কেরামতি, মহামতি আল্লা,
অধমের কান ধরে, দাও না খালিফ্ করে
কোলকাতা বসে হোক পাগদাদ্ দেখা ॥
চাকাইকা চাকডুম মার দিয়া কেল্লা
বিচার করব' আজ নিয়ে দাঁড়ি পাল্লা
হারে রে রে পাপিয়সি, এই তোর কাণ্ড,
ভিলেনের হাতে দিলি প্রণয়ের ভাণ্ড ?
ভেবেছিলি চিরকাল ছলনাই চলবে
মিথ্যের মোমবাতি জ্বল জ্বল জ্বলবে
কি দিয়ে ঢাকাবি আজ মিথ্যেরে ঢাকা ॥
রহেম করো রাজা
গোরুর ওপর গোঁসা করে
জরুর কেন সাজা ?
খামোশ্ ! বাৎ মাৎ কর
কেন তুমি কি ডিক্টেটর্ ?
ডিমোক্রেসীর যুগে এমন চলবে নাকো মজা
কী ? রাজার সঙ্গে ইয়ার্কী
হ্যাঁ এটা কন্‌ষ্টিট্যুশন্যাল্ মর্ণাকী,
ইংরিজী কথাটার মানে কি ?
মানে ? মানে অতি সোজা
রাজা এসে সভায় বসে
রাজ্য চালায় প্রজা
প্রজার হাতে চাবিকাটি, রাজার ট্যাঁকে টাকা
বলছ ?
হ্যাঁ বলছি, বলছি, বলছি
বোকার মত বকছ, তাই আসলেতে ঠ'কছ
হেঁয়ালী ছেড়ে পষ্ট করে বল',
এই পষ্ট কথা শুনলে তোমার চক্ষু হবে টারা,
মুষ্টিমেয় প্রজা মিলে কল খুলেছে গাঁড়া,
মুখে ডিমোক্রেসী বলে
কিছু ওপরওলা মিলে
নীচের তলার লোকগুলোকে বানায় শুধু বোকা
তোবা, তোবা, তোবা ॥
জানবে,—! ওদের কীর্ত্তিকলাপ দেখে খোদা
নিজেই বোবা ।
ওদের, আইনটা প্রায় মেকিস্থানী
ক্ষিদে পাওয়া বেআইনী,
পেটের ক্ষিদে জানালে দেয় জিবের ওপর ছ্যাঁকা
চলবে না, চলবে না, এমন জুলুম চলবে না ।
রাম রহিমের দুনিয়াতে
ফকির আমীর একই সাথে
থাকবে সুখে দুজনাতে এইটি জেনো পাকা ॥

(৪)

কিছু নয়, ছোট কথা—
একটু দোলা লেগে কি করে যে গান হয়ে গেল ॥
এত ছোট কথা !
জানেনা জানেনা মন জানেনা
সেই থেকে মন আমার কথা শোনেনা ॥
আমার সাথে কেউ ছিলনা
চলেছিলাম আমি একা
চলত' আমার দিনেরাতে
আমায় নিয়ে থাকা
বলনা, বলনা, কেন বলনা
সেই থেকে মন আমার কথা শোনেনা ॥
একটু ছোঁয়া লেগে এ বাতাস ঝড় হয়ে গেল
মনে মনে তখন থেকে চলছে দুরু দুরু
ভয় কি যখন ঝড় এসেছে মনের কথা হবে শুরু ।
আকাশ জুড়ে ভোর হত না
ডাকত নাকো কোন পাখী
আমার আকাশ ঘিরে শুধু
আঁধার ছিল বা কি
বলনা, বলনা, কেন বলনা
সেই থেকে মন আমার কথা শোনে না
একটু ছোঁয়া লেগে এ আঁধার আলো হয়ে গেল ॥

(৫)

পথের শেষ কোথায় কি আছে শেষে
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে ॥
ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার
সম্মুখে ঘন আঁধার
পার আছে গো পার আছে কোন দেশে ॥
আজ ভাবি মনে মনে
মরীচিকা অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই
মনে ভয় লাগে সেই
হালভাঙ্গা পাল ছেড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে ॥

——

(৬)

ঘুটন্ মর্গেন্ বোঁ জোর,
ক্ষিদেটা পেয়েছে জোর,
ঘরে নেই একদানা চাল
এই হল' দুনিয়ার হাল
মাথা ঘোরে বন্‌বন্
পেট করে ঝন্‌ঝন্
শন্‌শন্ শোনা যায় শব্দ
বুড়ো ভগবান তুমি জব্দ ॥ আল্লা হো ! কৃষ্ণ হে !
ক্রাইষ্ট হো !
ইজ্‌দ্রাভ্‌জ্‌ৎ ভুইতিয়ে তাভারিশ্চ
সাম্যবাদের বলে ফ্‌ল পীচ
থাকবে না এ জগতে উঁচনীচ
মোরা পরমাণু দিয়ে বাঁধি পটকা
তাই আংকল স্যাম্ প্রাণে খট্‌কা ॥
শান্তি ! শান্তি ! ওঁ শান্তি !
শান্তির বাণী গায় দিল্লী ।
পাঁচশীলে দশে মিলে বাটে যদি বাট্‌না
নিভে যাবে লালসার সিসিলি ও এট্‌না ॥
শান্তির বাণী গায় দিল্লী ॥
আরিগত' গোজাই মাস্তে,
তোমার দোর গোড়াতেই হাতুড়ী কাস্তে
এগুতে চায় আস্তে আস্তে
দিস্ ইজ আওয়ার সিভ্‌লিজেশন্
লীডিং আস্ টু এ্যানিহিলেশন্
ও গড্ ইওর ইন্টারাপ্‌শন্
একান্ত আজ দরকার
নইলে সব দেশেরই সরকার
পট্‌কা ফাটিয়ে, মট্‌কা লাঠিয়ে করবে লণ্ডভণ্ড
এই বিশ্বব্রহ্মভাণ্ড,
মাইরী কী ডেন্‌জারাস্ কাণ্ড !
সৃষ্টি যাবেই রসাতলে
সভ্যতার এই গ্যাঁড়াকলে
এই বেলা ভাই দলে বলে
টিকিট কাটো এসে
আমি ভাজাল তে
রকেট জেলে
নিয়ে যাব' স্পেসে ।
চোঁ চোঁ চটকা, ট্যাঁকে ফাটে পট্‌কা
এই বেলা শট্‌কা
গয়া কাশী পাট্‌না
শীলে বাট' বাট্‌না
মুসিবৎ মুস্কিল হাট্‌না
আল্লা হো ! কৃষ্ণ হে ! ক্রাইষ্ট হো !

—::—

দুষ্টু প্রজাপতি
শ্রঃ কিশোর * তনুজা * সবিতা * তরুণ
অসীম * পদ্মা * ভারতী